মেহেরপুরে স্বর্ণ চোরাচালানের দায়ে একজনের কারাদন্ড ও জরিমানা

মেহেরপুরে স্বর্ণচোরাচালানের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়াতে নামাজ আলী (২৮) নামের এক চোরাকারবারীকে ৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ হাজার হাজার টাকা জরিমানা করেছে আদালত।

দণ্ডপ্রাপ্ত নামাজ আলী শুভরাজপুর গ্রামের নজিবদ্দীনের ছেলে।

রায় ঘোষণাকালে বিচারক মনজুরুল ইমাম বলেন, ‘অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হয়েছে। তবে আসামীর বয়স, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনায় সর্বোচ্চ দন্ড যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের পরিবর্তে সর্বনিম্ন শাস্তি প্রদান করা হলো। ‘

আজ বুধবার (১০ জুলাই) মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ এবং স্পেশাল ট্রাইবুনাল-১ এর বিচারক সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ মন্জুরুল ইমাম এই রায় প্রদান করেন।

উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের ১১ আগষ্ট মেহেরপুরের শুভরাজপুর সীমান্ত থেকে ৮ পিস সোনার বারসহ নামাজ আলীকে আটক করেছিলো বিজিবি। অতঃপর বিজিবি কাথুলী ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার নামাজ আলীকে স্বর্ণচোরাচালান মামলা দিয়ে সদর থানায় হস্তান্তর করেন। মামলাটির তদন্তকারী কর্মকর্তা ছিলেন এস আই আব্দুল আলীম শেখ। তিনি মামলার অভিযোগপত্র আদালতে দাখিল করলে, মামলাটি স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল-১ এ স্থানান্তর করা হয়।

মামলা পরিচালনায় রাষ্ট্রপক্ষে নিয়োজিত ছিলেন পাবলিক প্রসিডিউটার পল্লব ভট্টাচার্য এবং আসামি পক্ষে অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী।

মুজিবনগরে দুঃস্থ্য ও অসহায় পরিবারের মাঝে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগী বিতরণ

মেহেরপুরের মুজিবনগরে গ্রাম দরিদ্র মুক্ত প্রকল্পের আওতায় সোনাপুর মাঝপাড়া গ্রামের দুঃস্থ্য অসহায় পরিবারের মধ্যে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগী বিতরণ করা হয়েছে।

আজ বুধবার সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে সোনাপুর মাঝপাড়া আদর্শ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ) এর অর্থায়নে এবং পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস) বাস্তবায়নে, গ্রামের ২১ টি পরিবারের মাঝে ২ টি করে ৪২টি ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগী বিতরণ করা হয়।

ছাগল বিতরণ অনুষ্ঠানে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির পরিচালক কামরুজ্জামানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ছাগল বিতরণের উদ্বোধন করেন, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ হারিছুল আবিদ, মাঝপাড়া আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক রূপ ছবি বিশ্বাস। প্রথম পর্যায়ে ৩৫ টি পরিবারের মধ্যে ৭০ টি ছাগল বিতরণ করা হবে।

এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, পলাশীপাড়া সমাজকল্যাণ সমিতির মোনাখালী ব্রাঞ্চের সমৃদ্ধ কর্মসূচি সমন্বয়কারী হাসানুজ্জামানসহ পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির মোনাখালী ব্রাঞ্চের কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ।

ছাগল বিতরণের আগে উপকার ভোগী পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ছাগল পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা: হারিছুল আবিদ।

গাংনীতে ৫ গ্রাম হেরোইনসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

৫ গ্রাম হেরোইনসহ হেলাল উদ্দীন নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে গাংনী থানা পুলিশ। হেলাল উদ্দীন গাংনী উপজেলার গাঁড়াডোব গ্রামের বীলপাড়া এলাকার জমির উদ্দীনের ছেলে।

আজ মঙ্গলবার (৯ জুলাই) দিবাগত রাত ৯ টার দিকে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম গোপন সংবাদে অভিযান চালিয়ে হেরোইনসহ হেলাল উদ্দীনকে আটক করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ওসি তাজুল ইসলাম বলেন, বিক্রির উদ্যোশে বাড়িতে হেরোইন মজুদ করেছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে ওই বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ৫ গ্রাম হেরোইনসহ হেলালকে আটক করা হয়েছে।

গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) তৌহিদুল ইসলাম, এএসআই শকিল আহমেদ ও সঙ্গীয় ফোর্স মাদক বিরোধী এই অভিযান পরিচালনা করেন।

হেলাল উদ্দীনের বিরুদ্ধে এর আগেও একটি মাদকের মামলা আদালতে বিচারাধীন রয়েছে বলে জানান এসআই তৌহিদুল ইসলাম।

মাদক উদ্ধারের ঘটনায় গাংনী থানায় একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে। আজ বুধবার সকাল ১০ টার দিকে আটক হেলাল উদ্দীনকে আদালতের নেওয়া হবে।

যুক্তরাজ্যে মন্ত্রী হলেন

টিউলিপ!

যুক্তরাজ্যের ‘সিটি মিনিস্টার’ হিসেবে দায়িত্ব পেলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাতনি টিউলিপ সিদ্দিক। এই মন্ত্রণালয় দেশটির আর্থিক পরিষেবা খাত তত্ত্বাবধানের কাজ করে।

নির্বাচনে টিউলিপ সিদ্দিক পান ২৩ হাজার ৪৩২ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কনজারভেটিভ পার্টির ডন উইলিয়ামস পেয়েছেন ৮ হাজার ৪৬২ ভোট। আরেক প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রিন পার্টির লরনা জেন রাসেল পান ৬ হাজার ৬৩০ ভোট।

এর আগে টিউলিপ সিদ্দিক যুক্তরাজ্যে ছায়া অর্থমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও লেবার ছায়া মন্ত্রিসভার সংস্কৃতি, মিডিয়া ও ক্রীড়া উপমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।

ব্রিটেনের রয়েল সোসাইটি অব আটর্সের ফেলো টিউলিপ সিদ্দিক ২০১৫ সালে প্রথমবার ব্রিটিশ সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। লন্ডনে জন্ম নেওয়া টিউলিপ ১৬ বছর বয়সে লেবার পার্টির সদস্য হয়ে যুক্ত হন ব্রিটিশ রাজনীতিতে।

গাংনীতে নিখোঁজ এইচ.এসসি পরীক্ষার্থী উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার পিরতলা গ্রামের নিখোঁজ এইসএসসি পরীক্ষার্থী আকাইদ ইসলাম আকাশকে (১৮) ফরিদপুর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (৯ জুলাই) বিকালে ফরিদপুরের একটি স্থান থেকে সে নিজেই তার পরিবারের লোকজনের কাছে ফোন দিয়ে তার লোকেশন জানান। পরে আকাইদ ইসলামের পিতা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা তাকে নেওয়ার জন্য রওনা দিয়েছেন।

আকাইদ ইসলামের পিতা আমিনুল ইসলাম মোবাইল ফোনে এই তথ্য নিশ্চিত

করেছেন। তবে আকাইদ ইসলামের পিতা আমিনুল ইসলামের কথাবার্তা অসংলগ্ন বলে মনে হয়েছে। তিনি জানান, ছেলেকে অজ্ঞান অবস্থায় রেল লাইনের ধারে পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন। পরে তার জ্ঞান ফিরে এলে সে নিজেই আমাদের কল দিয়ে জানান। আমরা তাকে নিয়ে আসার জন্য পথেই আছি। তবে এখন হোটেলে খাওয়া দাওয়া করে ছেলের কাছে যাবো।

উল্লেখ্য, গত সোমবার বিকেলে বই কেনার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বামন্দীর উদ্দেশ্যে বের হয়ে আসেন। তারপর থেকে সে বাড়ি ফিরে আসেনি। আকাইদ ইসলাম (আকাশ) গাংনী সরকারি ডিগ্রী কলেজ থেকে চলতি বছরে এইসএসসি পরীক্ষার্থী আকাইদ ইসলাম আকাশ(১৮)। এর আগে চারটি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। আজকে তার আইসিটি পরীক্ষা ছিল।

আকাইদ ইসলাম (আকাশ) গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়নের পীরতলা গ্রামের আমিনুল ইসলামের ছেলে। সে গাংনী সরকারি ডিগ্রী কলেজের চলতি বছরের এইচএসসি পরীক্ষার্থী।

এব্যাপারে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলাম বলেন, খবরটি শোনার পর ওই বাড়িতে পুলিশ পাঠানো হয়েছিল। এছাড়া নিখোঁজের পরিবারের পক্ষ থেকে সাধারণ ডাইরি (জিডি) করেছে। তাকে ফরিদপুরে পাওয়া গেছে বলে পারিবারিকভাবে জানানো হয়েছে। তাকে নিয়ে এসে থানায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

মেহেরপুরে শ্মশান ঘাটে ঠাই হওয়া দম্পতি পেলেন নতুন পাকা ঘর

ঘর ভাড়া দিতে না পারায় সিরাজুল ও নার্গিস খাতুন নামের এক দম্পতিকে ঘর থেকে বের করে দেন বাড়ি মালিক। পরে উপায় না পেয়ে কাজলা নদির ধারে শ্মশান ঘাটে সরকারি জমিতে পাট খড়ি দিয়ে খুবড়ি ঘর বানিয়ে থাকতে শুরু করেন এই দম্পতি। সেখানেই এক চোখ নষ্ট অসহায় সিরাজুল ইসলাম চা বিক্রি করে কোন রকমে খেয়ে না খেয়ে দিন পার

করছিল। ঘটনাটি মেহেরপুর সদর উপজেলার যুগিন্দা গ্রামের। অসহায় ওই দম্পতি একটি ঘর পাওয়ার জন্য জেলা প্রশাসক বরাবর একটি লিখিত আবেদন করেন।

আজ মঙ্গলবার (৯ জুলাই) সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সেই শ্মশান ঘাটে গিয়ে ঘটনার সত্যতা পান। এবং তাৎক্ষনিক শ্মশান ঘাট থেকে নিজ পকেট থেকে গাড়ি ভাড়া দিয়ে তাদের নিয়ে এসে রঘুনাথপুর আশ্রয়নের ১৪৬ নম্বর একটি সেমি পাকা ঘর প্রদান করেন তাদের।

জানা গেছে, সিরাজুল ও নার্গিস দম্পতি মেহেরপুর সদর উপজেলার যুগিন্দা গ্রামের বাসিন্দা। বারাবরই তাদের কোন জমিজায়গা নেই। গাংনী উপজেলার একটি ঘরে মাসিক ২ হাজার টাকা ভাড়া দিয়ে তারা বসবাস করতেন। তাদের এক মেয়ে ও এক ছেলে রয়েছে। তারা দুজনেই বিয়ে করে শশুর বাড়িতে বসবাস করেন। অসহায় দম্পতি রাস্তার ধারে ভ্রাম্যমান চা বিক্রিতা হিসেবে কাজ করে সামান্য কিছু টাকা আয় করেন। যা দিয়ে তাদের সংসার চালানোই দায়। এমতাবস্তায় ঘর ভাড়ার টাকা দিতে না পারায় ঘর মালিক তাদের বের করে দেন।

এ বিষয়ে সিরাজুল ইসলাম বলেন, আমার এক চোখ নষ্ট। আরেক চোখে হালকা দেখতে পাই। টুকটাক চা বেচে কোন রকম সংসার চলে। ঘর ভাড়া দেবো কোথায় থেকে। আল্লাহর কাছে লাখ লাখ শুক্রিয়া ইউএনও স্যার আমাকে একটি ঘরের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এখন আর রোদ বৃষ্টি আমাদের গায়ে পড়েব না। আমরা পাকা ঘরে থাকবো। সিরাজুলের স্ত্রী নার্গিস খাতুন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, সরকারি ঘরটা না পেলে হয়তো আমরা পৃথিবীতে আর বেচে থাকতাম না। কারন এভাবে মাঠে মাঠে রাত কাটিয়ে জীবন চলতে পারে না।

এ ব্যাপারে সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার কাজী নাজিব হাসান বলেন, অসহায় ওই দম্পতির বিষয়টি আমাদের নজরে এলে, আমরা ঘটনাস্থলে যায় এবং সেখানে গিয়ে তাদের সাথে সাথে নিয়ে এসে রঘুনাথপুর আশ্রয়নের একটি ঘর তাদের উপহার দেয়া হয়। ইউএনও আরও বলেন, বর্তমান সরকার ভূমিহীনদের বিনামূল্যে জমিসহ ঘর দিচ্ছে। ইতিমধ্যে মেহেরপুরে অনেক অসহায় পরিবার ঘর পেয়েছে। তবে জেলার সব তথ্য হয়তো আমাদের কাছে আসে না। কোন না কোন মাধ্যমে এ ধরনের তথ্য আমাদের কাছে আসলে আমরা অবশ্যই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখি।

মেহেরপুরে ২ দোকানে ৫৪ হাজার টাকা জরিমানা আদায়

মেয়াদ উত্তীর্ণ মালামাল বিক্রি ও সংরক্ষণ করার অপরাধে ২ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মালিকের নিকট থেকে ৫৪ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (৯ জুলাই) দুপুরে জেলা প্রশাসন ও জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের জেলা শাখা যৌথভাবে মেহেরপুর শহরে বড়বাজার এবং হোটেল বাজারে এই ভ্রাম্যমান অভিযান চালান।

মেহেরপুর জেলা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারি পরিচালক সজল আহমেদের নেতৃত্বে শহরের বড় বাজার এলাকার সন্তোষ বীজ ও খাদ্য ভান্ডারে অভিযান চালান। মেয়াদ উত্তীর্ণ মালামাল বিক্রিও সংরক্ষণ করার অপরাধে সন্তোষ বীজ ও খাদ্য ভান্ডারের মালিক রিপন কুমার সাহার নিকট থেকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৭ ও ৫১ ধারায় ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এর আগে শহরের হোটেল বাজারের রিতা স্টোরের মালিক শাহিনের নিকট থেকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৮ ও ৪৫ ধারায় ৪ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আবির হোসেন ও মোঃ সাজেদুল ইসলাম অভিযান পরিচালনা করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর তরিকুল ইসলাম ও পুলিশের একটি টিম।

মেহেরপুরে ঠিকাদারদের নিয়ে এলজিইডি’র কর্মশালা

মেহেরপুরে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)’র ঠিকাদারদের নিয়ে জাতীয় দরদাতাদের ডাটাবেসের উপর দিনব্যাপী এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আাজ মঙ্গলবার (৯ জুলাই) পৌর কমিউনিটি সেন্টারে মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা দুই জেলার দরদাতাদের নিয়ে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)’র আয়োজনে ও ডেভলপমেন্ট ডিজাইন এন্ড কনস্ট্রাকশন (ডিডিসি)’র সহযোগিতায় কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন প্রকিউভমেন্ট ডিপার্টমেন্টের নির্বাহী প্রকৌশলী সোনিয়া নওরীন।

এসময় তিনি বলেন, সরকারী ক্রয় ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অথরিটি ইজিপি সিস্টেমে ন্যাশনাল টেন্ডারার্স ডেটাবেস (এনটিডিবি) মডিউল অন্তর্ভুক্ত করেছে। যা দরপত্রে অংশগ্রহণকারী দরদাতাদের পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা এবং চুক্তি বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত সনদপত্রের পুনরাবৃত্তিমূলক যাচাই এড়ানো সহ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, দরদাতাগণের পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার সনদসমূহ ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করা এবং যাচাই করা হলে, সেগুলি ই-জিপি সিস্টেমে অনলাইনে অন্তর্ভুক্ত করা হবে যাতে ঠিকাদারদের সারা দেশে বিভিন্ন সংস্থার কাছে বারবার অভিজ্ঞতার রেকর্ড জমা দিতে না হয়।

ডিডিসি সদস্য মাহাথির মহিউদ্দীনের সঞ্চালনায় এ সময় মেহেরপুর নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ শাখাওয়াত হোসেন, চুয়াডাঙ্গা নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, ডিডিসি এর আই সিটি ডিভিশনের প্রধান মোঃ জিয়াউর রহমান, সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আনারুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এম এ খালেক, মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ আমাম হোসেন মিলুসহ এলজিইডির দুই জেলার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে ভৈরব নদীতে অবৈধ চায়না দুয়াড়ি জাল আটক ও বিনষ্ট

বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নে জাটকা বিরোধী/চিংড়ি পুশ/অবৈধ জাল/অবৈধ বাঁধ অপসারণ বিষয়ক মোবাইল কোর্ট ও অভিযান পরিচালনা করেছে জেলা মৎস্য অধিদপ্তর।

আজ মঙ্গলবার বেলা ১১ টার দিকে মুজিবনগর উপজেলার ভৈরব নদীতে পেতে রাখা অবৈধ কারেন্ট জাল ও চায়না দুয়াড়ি জালের অপসারণে অভিযান পরিচালনা করে ভ্রাম্যমান আদালত।

জেলা মৎস্য অফিসার (ভারপ্রাপ্ত মৎস্য অফিসার মুজিবনগর) মীর মোহাম্মদ জাকির হোসেন এর নেতৃত্বে অভিযানে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন, মুজিবনগর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাজমুস সাদাত রত্ন।

এসময় নদীতে পেতে রাখা অবৈধ চায়না দুয়াড়ি জালগুলো অপসারণ করে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়।এ সময় অবৈধ জাল পাতার অপরাধে একজনকে আটক করে ২০০ টাকার জরিমানা করে ভ্রাম্যমাণ আদালতে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।

জেলা মৎস্য অফিসার (ভারপ্রাপ্ত মৎস্য অফিসার মুজিবনগর) মীর মোহাম্মদ জাকির হোসেন বলেন, অবৈধ চায়না দুয়ারী এবং কারেন্ট জলের কারণে ভৈরব নদীতে মাছের প্রজনন ও বংশবিস্তারে বিরূপ প্রভাব পড়ছে ওই জালে মাছ বা অন্য কোন প্রাণী প্রবেশ করলেই সে মারা যায় এভাবেই ভৈরব নদীর তে মাছের যে জীববৈচৈত্র বা দেশীয় প্রজাতির মাছের বংশবিস্তার ব্যাপক হারে কমে আসছে। তাই মৎস্য অফিস এইসব অবৈধ কারেন্ট জাল ও চায়না দুয়াড়ির বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করছে। সেই সাথে মাছের জীববৈচিত্র্য রক্ষার্থে জনগণকেও সচেতন করা হচ্ছে। এই অবৈধ জালের বিরুদ্ধে মৎস্য অফিসের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

ভৈরব নদীতে জেলা মৎস্য অফিসের অভিযানে ভ্রাম্যমান আদালতকে সহযোগিতা করেন, মুজিবনগর থানার এসআই সজীব এর নেতৃত্বে পুলিশের

একটি টিম। উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা মৎস্য অফিসের ক্ষেত্র সহকারী আহসান হাবিব। অফিস সহকারী খালিদ হাসান পলাশ।

গাংনী উপজেলা স্বস্থ্য কমপ্লেক্স, কাংখিত চিকিৎসা পাচ্ছেনা উপজেলাবাসী

জনবল ও চিকিৎসক সংকটে জোড়াতালি দিয়ে চলছে মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলা স্বস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসা সেবা। প্রায় চার লক্ষাধিক মানুষের চিকিৎসার একমাত্র ভরসা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসক সংকট থাকায় কাঙ্খিত চিকিৎসা পাচ্ছেননা এমন অভিযোগ উপজেলাবাসীর। জনবল সংকটের কারনে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটি চলছে জোড়াতালি দিয়ে। চিকিৎসা দিতে গিয়েও হাপিয়ে উঠছেন চিকিৎসকরা। অত্যাধুনিক অপারেশন থিয়েটার থাকলেও ডাক্তারের অভাবে তা বন্ধ। ফলে কোন কাজে আসছেনা প্রায় কোটি টাকা মুল্যেও অপারেশন থিয়েটার। তবে কর্তৃপক্ষ বলছেন এ সমস্যার সমাধান খুঁজে পাচ্ছিনা। অনেক কষ্ট করেই চালাতে হচ্ছে চিকিৎসা কার্যক্রম।

জানা গেছে, মেহেরপুরের তিনটি উপজেলার সবচেয়ে জনবহুল উপজেলা গাংনীবাসীকে চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করনের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটি ৩১ শয্যা থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়। কিন্তু সে মোতাবেক জনবল ও চিকিৎসক দেয়া হয়নি।
স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটিতে ১০ জন জুনিয়র কনসালটেন্ট সহ মোট ২১ জন চিকিৎসক থাকার কথা থাকলেও এ হাসপাতালে রয়েছেন মাত্র ১১ জন। যদিও খাতা-কলমে দায়িত্ব পালন করছেন ১২ জন। জুনিয়র কনসালটেন্ট (সার্জিক্যাল) একজন মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ডেপুটিশনে রয়েছেন।

এছাড়াও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দু’টি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন জেনারেটর থাকলেও তা বন্ধ রয়েছে দীর্ঘদিন। বিদ্যুৎ চলে গেলেই স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হয়ে ওঠে অন্ধকারচ্ছন্ন। মোবাইলের লাইট জ্বলিয়ে দিতে হয় চিকিৎসা সেবা।

অপরিচ্ছন্নতা, ওয়ার্ডে পানি ও বিদ্যুতের সমস্যা, ময়লা ও দুর্গন্ধযুক্ত বাথরুমসহ নানা সমস্যা রয়েছে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটিতে।

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পরিসংখ্যান কর্মকর্তা মো: মনিরুল ইসলাম জানান, ১৯৬৮ সালে নির্মিত হয় গাংনী উপজেলা ৩১ শয্যার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটি। উপজেলার ৯টি ইউনিয়ন, একটি পৌরসভাসহ অন্তত সাড়ে চার লাখ মানুষের স্বাস্থ্যসেবার একমাত্র সরকারি হাসপাতাল এটি। ২০০৮ সালে ৩১ শয্যার হাসপাতালটি ৫০ শয্যায় উন্নীত হলেও সেবার মান আজও বাড়েনি। দেয়া হয়নি চাহিদা মতো জনবল ও চিকিৎসক।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, হাসপাতালে মোট ১০টি জুনিয়র কনসালটেন্ট চিকিৎসকের পদ থাকলেও খাতা-কলমে রয়েছেন ৪ জন। আর হাসপাতালে কর্মরত রয়েছেন ৩ জন। বাকি ১ জন অন্যত্র ডিউটিতে থাকেন। একজন এনস্থেসিয়া থাকলেও হাসপাতালে তার দেখা পাওয়া ভার। সার্জিক্যাল কনসালটেন্ট না থাকায় বন্ধ অপারেশন।

গাইনী, চক্ষু, অর্থপেডিক্স, কার্ডিওলজি, ইএনটি (নাক কান গলা) এবং চর্ম যৌন রোগের জন্য অতিব গুরুত্বপূর্ণ কনসালটেন্ট চিকিৎসকের পদ থাকলেও পদগুলি দীর্ঘদিন শুন্য থাকায় গাংনীবাসী কাঙখিত চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

২০২৩ সালের জানুয়ারীতে ইলেক্ট্রিশয়ানের(জুনয়র মেকানিক) পদটি মৃত্যু জনিত কারনে শূন্য হলেও আজও ইলেক্ট্রিশিয়ান দেয়া হয়নি ফলে হাসপাতালে বৈদ্যতিক ত্রুটি হলেই ফ্যান লাইটসহ সব যন্ত্রপাতি বন্ধ হয়ে যায়। হাসপাতাল হয়ে পড়ে ভুতুড়ে অবস্থা। ৩টি অফিস সহকারির পদ থাকলেও সবই শুন্য। ওয়ার্ড বয় পদ ৩টি এ পদই ২০২২ সাল থেকে রয়েছে শুন্য। ২০২১ সাল থেকে ২জন নৈশ্য প্রহরীর পদ থাকলেও দুটি পদই শুন্য। ৫জন পরিচ্ছন্নতাকর্মীর পদ থাকলেও মাত্র ১জন পরিচ্ছন্নতাকর্মী রয়েছেন। তিনিও ঠিকমতো হাসপাতালটিতে আসেননা বলে অভিযোগ রোগী সাধারনের। মশালচি(কুক) পদে দুটি পদ থাকলেও আছে ১জন। ফলে ভর্তি রোগীদের খাবার সরবরাহ একার জন্য খুবই মুশকিল হয়ে পড়ে। রোগীদের সময়মত খাবার সরবরাহ করতে পারেনা।

হাসপাতালে প্রতিদিন তিন থেকে চার শতাধিক রোগী চিকিৎসা সেবা নিতে আসেন। ভর্তি হন ৩৫-৪০ জন। চিকিৎসা দিতে না পারায় বেশিরভাগ রোগীকে উন্নত চিকিৎসার কথা বলে জেলা হাসপাতালসহ বিভিন্ন হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়।